গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৪.২০১৭- ২৮৮ তারিখঃ ১৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ আক্তারুল হক, ক্রেডিট সুপারভাইজার,ঝিকরগাছা, যশোর পূর্ববর্তী কর্মস্থল একই জেলাধীন শার্শা উপজেলায় কর্মকালীন বিধিবহির্ভূতভাবে অফিস সহায়কের নিশ্চয়তায় ২ জন ঋণীর মধ্যে ৪৮,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণে সুপারিশ করায় বিতরণকৃত ঋণের ২০,২০০/- টাকা খেলাপী হওয়ায় এবং নিয়মাচার ভঙ্গ করে প্রকল্পবিহীন ঋণ প্রস্তাবে সুপারিশ করে মোট ১৮ জন ঋণীর মধ্যে ৩,৩৯,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করায় ১,৭৮,৮৩৬/- টাকা দীর্ঘদিন ধরে খেলাপীর অভিযোগে অত্র দপ্তরের ২৮-৮-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৫০ সংখ্যক স্মারকে সরকারী কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়।

০২। যেহেতু, তিনি বিভাগীয় মামলায় লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০৯-১১-২০১৭ খ্রিঃ তারিখে তাকে ব্যক্তিগত শুনানী দেয়া হয়। শুনানীকালে তিনি লিখিত জবাবে প্রদত্ত বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। সে সাথে তিনি আরও বলেন যে, লিখিত জবাব দাখিলের পরবর্তী সময়ে ইতোমধ্যে খেলাপী আরও কিছু টাকা তিনি আদায় করেছেন। বর্তমানে মাত্র ২,২৪৪/-টাকা ঋণ খেলাপী আছে। উক্ত টাকা আদায়েও তিনি তৎপরতা চালাচ্ছেন। সবশেষে তিনি ভবিষ্যতে এ ধরণের ভুল আর করবেন না মর্মে অংগীকার করেন এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি চান।

০৩। যেহেতু,নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে একই ধরণের অভিযোগে পূর্বে রুজুকৃত একটি বিভাগীয় মামলায় এ ধরণের ভুল ভবিষ্যতে আর করবেন না মর্মে তিনি অংগীকার করায় তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়। যদিও দেখা যায় যে, খেলাপী ঋণের প্রায় সম্পূর্ণ টাকা তিনি আদায় করেছেন কিন্তু এ মামলায় বিচার্য বিষয় হলো নিয়মাচার ভঙ্গ করে ঋণ দেয়ার অপরাধ করেছেন কি না; যা তিনি করেছেন। নিয়মাচার ভঙ্গ করে বিধিবহির্ভূত ঋণ দেয়ার কারণেই খেলাপী ঋণের স্তুপ বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায়,তাকে অব্যাহতি দেয়ার সুযোগ নেই। তবে সংশোধনের জন্যে আরেকবার সুযোগ দেয়া যেতে পারে। তাই গুরুদন্ড প্রদানের দিকে না গিয়ে তাকে লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

০৪। এক্ষণে সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায়,অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোঃ আক্তারুল হক, ক্রেডিট সুপারভাইজার,ঝিকরগাছা, যশোর-কে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো এবং একই বিধিমালার ৪(২)(বি) অনুযায়ী একটি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পরবর্তী এক বছরের জন্য অক্রমবর্ধিষ্ণু হারে স্থগিতকরণ দন্ডে দন্ডিত করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১৫/১১/২০১৭ খ্রি.
(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন- ৯৫৫৯৩৮৯।

জনাব মোঃ আক্তারুল হক
ক্রেডিট সুপারভাইজার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঝিকরগাছা, যশোর।

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০২৪.২০১৭- ২৮৮ তারিখঃ ১৫/১১/২০১৭ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো

০১। পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,যশোর।
০৩। কম্পিউটার প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশের কপিটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৪। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৫। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,ঝিকরগাছা,যশোর।
০৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঝিকরগাছা/শার্শা, যশোর। (সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শাস্তির বিষয়টি তার চাকুরি বহিতে লালকালিতে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ করা হলো)।

১৫/১১/১৭
(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃঙ্খল)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।

Shahidul/E/Realse-328